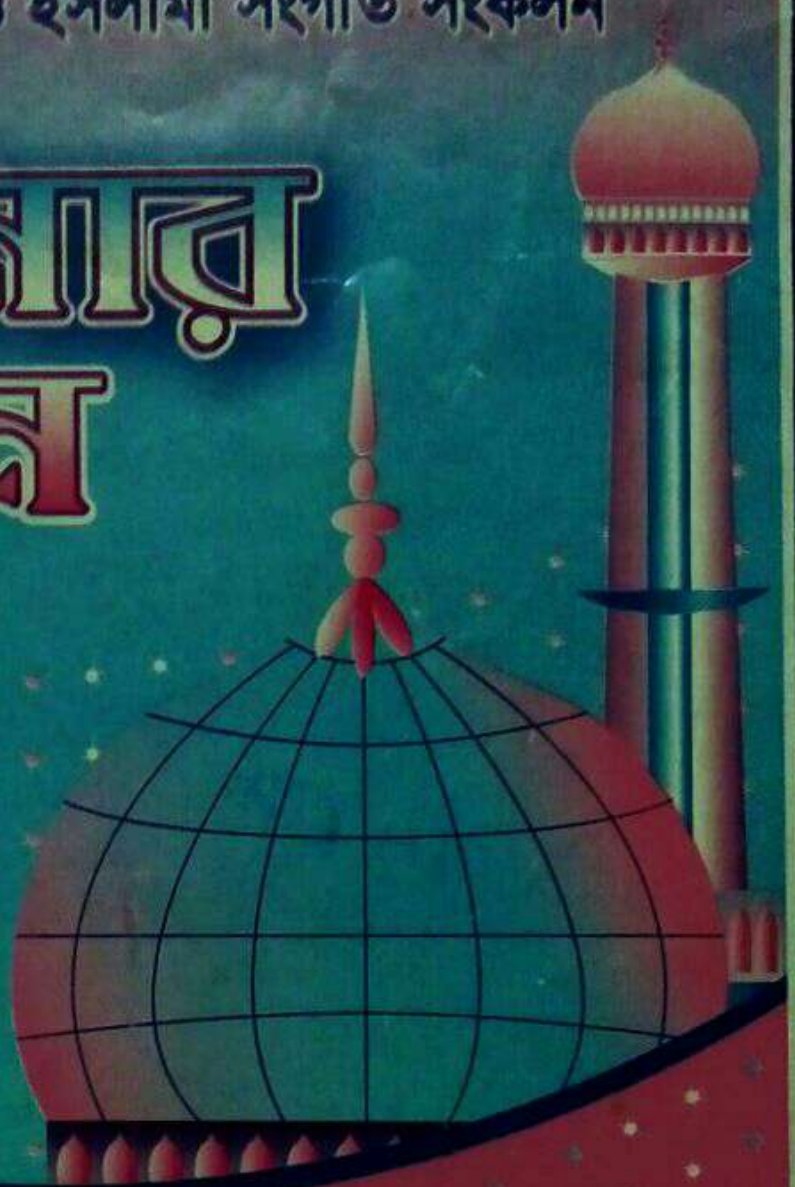


ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মোশায়েরা মাহফিলে পরিবেশিত
জনপ্রিয় হামদ, নাত ও ইসলামী সংগীত সংকলন

মাদিনার শুভ্র



সম্পাদনা ও সংকলনে

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

মদীনার গুঞ্জ

রচনা, সম্পাদনা ও সংকলনে
সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
পরিচালক, জাগরণ শিল্পী গোষ্ঠি

প্রকাশকাল
১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশনায়
জাগরণ প্রকাশনী

সহযোগীতায়
মাওলানা আবুল হাছান মুহাম্মদ ওমাইর
মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম শাকিল

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মুহাম্মদ হাবীবুল মোতাকা সিদ্দিকী
আতিক অফসেট প্রিন্টার্স, রহমতগঞ্জ

কম্পিউটার কম্পোজ
শিবলু চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান:

রেজভী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
গাউছুল আযম জামে মসজিদ, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
এছাড়া ও আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীতে খোজ করুন।
নিরুপায়ে ফোন করুন : ০১৮-৮৬৩৫৭৬

লেখক ও সম্পাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

ভেডেচ্ছা বিনিময় : ১০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

ইমামে আহলে সূনাত, মোজাদ্দেদে দ্বীন মিল্লাত
আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরেবাংলা (রাঃ)

গাউছে জামান, হাদীয়ে দ্বীন মিল্লাত,
আওলাদে রাসুল (দঃ), আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহঃ)

হাদীয়ে দ্বীন মিল্লাত, পীরে তরিক্বত অধ্যক্ষ
আল্লামা সৈয়দ সামশুল হুদা (রাঃ)

লেখকের কথা



ইসলামী সংস্কৃতি প্রিয়

সম্মানিত ঈমানী ভাইয়েরা আসসালামু

আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। ইতিপূর্বে প্রকাশিত

আমার দুটি হামদ, নাভ ও ইসলামী সংগীত সংকলনের বই "সুন্নী জাগরণ" ও "প্রাণস্পন্দন" এর পর এবারের উপহার "মদীনার গুঞ্জন"। অগণিত পাঠক, শায়ের এবং শ্রোতাদের নিকট সমাদৃত জনপ্রিয় হামদ, নাভ ও ইসলামী সংগীতের সমন্বয়ে "মদীনার গুঞ্জন" বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজকে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার পেছনে যে মাধ্যমটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে তা হল ইসলামী বিধান ও আদর্শ পরিপন্থী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। আমাদের দেশের গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন দিবসকে উপলক্ষ করে এমনকি বিয়ের মত একটি পবিত্র কর্মসূচীতে ও নাটক এবং প্যাকেজ অনুষ্ঠানের নামে যে অশ্লীলতা আরম্ভ হয়েছে তা রীতিমত পরিতাপের বিষয়। এসব অনুষ্ঠান উপভোগ করে মুসলিম সমাজের চরিত্রবান ভাইয়েরা পর্যন্ত বিপদগামী হচ্ছে। এসব অশ্লীলতাপূর্ণ অনুষ্ঠান থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার প্রত্যয়ে কিছু ইসলামী সংস্কৃতি প্রিয় ভাইয়েরা এগিয়ে এসেছিল ইসলাম সংস্কৃতিক ও সংগীত অনুষ্ঠান (মোশায়েরা মাহফিল) নিয়ে। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রামেই অন্যান্য স্থানে এই ধরনের কর্মসূচী ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে যে সমস্ত হামদ, নাভ, গজল, সংগীতগুলি শ্রোতাদের নিকট অধিক সমাদৃত বলে আমরা মনে করছি সেগুলো এই বইতে সন্নিবেশ করেছি। প্রকৃতপক্ষে হামদ, নাভ, গজল হচ্ছে খোদাতীক, নবী প্রেমিক, অলি আল্লাহর আশেকগণের রুহের খোরাক। তাদের মুখ এবং অন্তর সর্বদা আল্লাহ, নবী-রাসুল ও অলিদের প্রশংসায় ব্যস্ত। এই বইতে আমি শেষ পর্যায়ে কয়েকটি বিবাহ সংগীত সংযুক্ত করেছি। সেগুলো যৌতুক এবং অপসংস্কৃতির বিপরীতে লিখিত। যেগুলো মানুষের অন্তরকে একটু হলেও জাগিয়ে তুলবে যৌতুক ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে। এ ধরনের হামদ, নাভ ও গজলের বইগুলো বিশেষ করে ছাত্রদের নিকট পৌঁছে দেয়া জরুরী বলে আমি মনে করি। ছাত্ররা এগুলো পড়লে অশ্লীল গান-বাজনা থেকে অনেকটা দূরে থাকবে।

বইটিতে সন্নিবেশ করা উর্দু নাভ গুলি লিপিবদ্ধ করতে এ সময়ের খ্যাতনামা শায়ের মাওলানা আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর ভাই আমাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছেন। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহযোগীতা করেছেন বন্ধুবর হাবীবুল মোস্তফা সিদ্দিকী, নুরুল ইসলাম শাকীল, শিবলু চৌধুরী প্রমুখ। আমি তাদের আন্তরিকতাকে সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে পরম করুণাময়ের নিকট ফরিয়াদ করি বইটি পড়ে যেন আশেকে রাসুলদের মনে ঈমানী জজ্বা সৃষ্টি হয় এবং অপসংস্কৃতির বিপরীতে ইসলাম সংস্কৃতি চর্চার প্রতি উৎসাহিত হয়।

আল্লাহ আমার এই প্রয়াসকে খেদমত হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

সালামান্তে

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

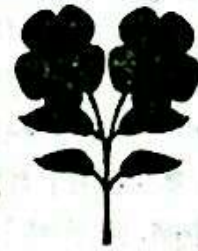
আল্লাহর নামে

আল্লাহ আল্লাহ জপ বান্দা আল্লাহ আল্লাহ জপ
 আল্লাহ আল্লাহ জপ করিলে, সতেজ হবে কুলব।
 নবিজী বলেন আল্লাহ
 ফেরেস্তা বলেন আল্লাহ
 আউলিয়া বলেন আল্লাহ
 আসমান বলে আল্লাহ
 জমিন বলে আল্লাহ
 সকল সৃষ্টি মিলেমিশে করেন আল্লাহ রব।
 মোদের প্রভু আল্লাহ
 সৃজন কর্তা আল্লাহ
 পালন কর্তা আল্লাহ
 রিজিক দাতা আল্লাহ
 হায়াত দাতা আল্লাহ
 জান্নাত দাতা আল্লাহ
 আরে হাশরের দিন মুছিবতে রক্ষা করবেন রব।

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

যেতে মদীনায়

ইচ্ছে জাগে আমার যেতে মদিনায়
 ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে সোনালী রওজায়
 ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে নূরানী পর্দায়। (ঐ)
 সারা বছর আশেকগণ, জিয়ারত করে
 জিলহজ্জে হাজীরা হজু পালন করে
 তাদেরই সঙ্গী হতে আমার মন চায়। (ঐ)
 নবীর দীদার যাদের নসীব হয়েছে
 নিশ্চিত জান্নাতী তারা হয়েছে
 পরকালে তাদের নেই কোন ভয়। (ঐ)
 আমি তো অধম যেতে পারি নাই
 কাবারই কাবা সোনার মদিনায়
 তাইতো কাঁদি আমি যেতে মদিনায়। (ঐ)
 রওজার পাশে আমি নামাজ পড়িব
 নবিজীকে আমি সালাম জানাব
 সে আশায় কেঁদে আমি বুকটি ভাসায়। (ঐ)



সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

নবিজীর তাজেদার

হে মোর প্রিয়নবী, হে নবিজীর তাজেদার
 তোমার বিরহে আজ কান্দি আমি জারজার।
 মক্কার অলি গলি পর্বত পাহাড়তলী
 সব জায়গায় তোমায় খুজি কিন্তু দেখা নাই তোমার (ঐ)
 মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলছি তোমার দিওয়ানাই
 ঐ যে দূরে দেখা যায় খোরমা খেজুরের বাগান।
 চলছি মোরা শির হয়ে, গুনাহর বোঝা নিয়ে
 সামনে ও রওজার দিকে, বুকে সালাম হাজার বার।
 আচ্ছালাতু আচ্ছালাম ইয়া নবী খায়রুল আনাম
 করছে নিবেদন তোমায় এ আদম ও হাকাছার (ঐ)
 বাংলাদেশের এক ফকির দরবারে তোমার হাজির
 দয়া কর হে নবী, তুমি তো দয়ার ভান্ডার। (ঐ)

বাগিচায় বুলবুলি তুই

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে
 দিসনে আজি দোল
 আজো তার ফুল কলিদের ঘুম টুটেনি
 তন্দ্রাতে বিলোল (ঐ)
 আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায়
 বুলছে নিশিদিন
 আসেনি দখনে হাওয়া গজল গাওয়া
 মৌমাছি বিভোল (ঐ)
 কবে সে ফুল কুমারী ঘোমটা চিরি
 আসবে বাহিরে
 শিশিরের স্পর্শ সুখে ভাসিবে ঘুম
 রাসবেরে কোপাল (ঐ)
 ফাণ্ডনের মুকুল জাগা, দু'কুল ভাঙ্গা
 আসবে ফুলেল বান
 কুড়িদের ওষ্ঠ পুটে লুটেবে হাসি
 ফুটেবে গালে টোল (ঐ)
 কবি তুই গন্ধে ভূলে, ডুবলি জলে
 কুল পেলিনে আর
 ফুলে তোর বুক ভরেছিস আজকে জলে
 ভরবেরে আখির কুল। (ঐ)

কাজী নজরুল ইসলাম

চল মদিনা

মুসলমা চল মদিনা চল (২)
 আজি নহে তো কাল মুসলমা চল মদিনা চল। (ঐ)
 হৃদয়ে তুই শান্তি পাবি বৃকে পাবি বল
 তোর দিন দুনিয়ার সকল মুশকিল হয়ে যাবে হল। (ঐ)
 ঘুমিয়ে কেটেছ এক মুদত, এবার জাগ ছেড়ে দাও গাফলত
 বাঁচাও ধীরের মান ইজ্জত
 নইলে তোমার সকল মেহনত হবে যে নিফল। (ঐ)
 পতিত যারা উন্নতি দাও
 পথহারাদের সুপথ দেখাও
 নবী প্রেমের ঝাড়া উড়াও, থাকবেনা কু'দল। (ঐ)
 দূশমন যারা আপন কর
 গরীব দুঃখীর যতন কর
 নবীর সুন্নাত পালন কর
 কোরান সুন্নায় জীবন গড়, পাবে যে সুফল। (ঐ)

মাওলানা আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী

নবিজীর আওলাদ

হে হোসাইন নবিজীর আওলাদ
 সালাম জানায় মোরা তোমায়
 কিভাবে গুয়ে আছেন নূর নবিজী
 সোনার মদিনায়। (ঐ)
 যে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতেন আন্মা ফাতিমায়
 কিভাবে সেই মাথাকে নিল তারা তীরের আগায়। (ঐ)
 যে গলায় চুমু খেতেন আল্কার হাবীব
 নবিজী মোস্তফায় (২)
 কিভাবে সেই গলাতে এজিদের দল
 তলোয়ার চালায়। (ঐ)

(সংকলিত)



জাতি নূর



আল্লাহ পাকের জাতি নূর
 হে মোদের প্রিয় রাসূল
 সালাম জানায় অভূল
 হে মোদের প্রিয় রাসূল । (ঐ)
 সৃষ্টি কূলের উৎস মূল
 আল্লার হাবীব হে রাসূল (২)
 আপনার প্রেমেতে ব্যাকুল
 কোটি আশেকে রাসূল । (ঐ)
 যে করেছে চিনতে ভুল
 আপনাকে হে রাসূল (২)
 ইহকাল ও পরকাল
 সে হারাল উভয় কূল । (ঐ)
 সাহারাতে ফুটলে ফুল আল্লার হাবীব হে রাসূল,
 আপনার খোশবুতে আকুল,
 গুল বাগিচার কোটি ফুল । (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

নবীজী মোর

নবীজী মোর পরশমনি, নবীজী মোর সোনার খনি
 নবী ছাড়া এই জীবনের মূল্য হবেনা
 নবীজী মোর শুয়ে আছেন সোনার মদিনা (২)
 শৈশব কালে নবীজী মোর হারাইলেন জননী
 স্নেহময় পিতাকে ও এক নজর দেখেননি
 তখন চাচাজ্ঞানে তাকে করেন পালন । (ঐ)-
 যখন তিনি গুনান বাণী মহান আল্লাহ তায়ালা
 তাঁহার উপর চলতে থাকে জোর জুলুম ব্যভিচার
 দয়াল নবী মেনে নিতেন সকল যাতনা । (ঐ)
 নবুয়তের মহান শরাব, নিয়ে নবীজী
 জেহাদের ময়দানে আসেন, সিপাহসালার সাজি
 করেন কায়েম সুন্দর সমাজ, দ্বীনি জমানার । (ঐ) •
 মদিনার মসজিদে বসে, করেছেন দেশ শাসন
 সকল রাষ্ট্রপতির উর্ধ্ব প্রিয়নবীর সম্মান
 তাহার সুন্দর নীতিমালার নাইয়ে তুলনা । (ঐ)
 ছিলেন তিনি মহৎ উদার নম্র বিনয়ী
 মহান আদর্শের গুনে হয়েছেন বিজয়ী
 রেখে গেলেন দুটি বিধান কোরান ও সুন্নাহ । (ঐ)

দীদার দস্তগীর

হে পাখির দল

হে পাখির দল

আছে কি তোমাদের এমন পাখি

যার ডানা দিয়ে উড়ে উড়ে যাব, এমন নবীর বাড়ি

যাকে আমি ভালবাসি (ঐ)

পতপাখি কীট পতঙ্গ, রাত হয়েছে কত আনন্দ

আমি বেছাহারা কেঁদে মরি, হারিয়ে মোর দু'আখি (ঐ)

রাতেরী আধারে জোনাকী জ্বলে কত যে মনোরম সবার তরে

আমি বেছাহারা কেঁদে মরি, হারিয়ে মোর জোনাকী (ঐ)

এই দুনিয়ার যত না প্রেমিক, প্রেম সুখা পানে মৌ চৌদিক

মিটাবে যে আমার মনের তৃষ্ণা

কোথা যে সুরা কোথা যে সাকী (ঐ)

এসেছে এসেছে হজ্জেরই মাহিনা

মন পাখি আমার ঘরে রইনা

উড়ে যেতে চায় সে মদীনা, কিভাবে বেঁধে রাখি (ঐ)

মাওলানা আবুল কাশেম নূরী

SWEET MADINA

Sweet Madina, Sweet Madina,

Sweet Madina, very lovely.

How is beautiful Madina

How fine is Madina

I can tell about Madina

We can tell about Madina

Such a beautiful Madina (that)

Give me a chance to go to Madina

I will, hope stey, to as go to Madina (that)

So a fearing is Madina

So a gooding is Madina

So a chartain is Madina

So atructing is Madina

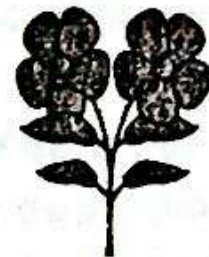
So loving is Madina (that)

সেরা নবী

সব নবীদের সেরা নবী
 নবিজী আমার
 নূরের বাতি দাও জেলে দাও
 হৃদয়ে আমার ।
 তোমার দয়ার কান্নাল আমি
 কাঁদি সারা দিবস যামী
 দূর করো দূর করো মনের
 নিকষ অন্ধকার । (ঐ)
 খোদার সূবীব তুমি জানি
 চাই তোমারই মেহেরবাণী
 রোজ হাশরে শাফায়াতের খুলিও দুয়ার (ঐ)
 (সংকলিত)

মদিনার যাত্রী

গুন মদিনার যাত্রী, ওহে আল্লাহ মেহমান
 তোমরা নাওহে সালাম, তোমরা নাওহে সালাম
 আমার সালাম পৌছে দিও, মদিনা মকাম
 তোমরা নাওহে সালাম, তোমরা নাওহে সালাম । (ঐ)
 যে দেহে করিবে তাওয়াফ খানায় কাবা
 যে চোখে দেখিবে তোমরা, নবিজীর রওজা
 যে মুখে করিবে জমজমের পানি পান । (ঐ)
 যে হাতে মারিবে তোমরা শয়তান কে পাথর
 যে পায়ে সাফা মারওয়া করিবে সফর
 যে গায়ে পড়িবে তোমরা, ইহরামের কাপড়
 যারাই যাবে হজ্ব করিতে তারাই ভাগ্যবান । (ঐ)
 যে শরীরে পড়িবে নামাজ মিজাবে রহমতে
 যে শরীরে পড়িবে নামাজ মসজিদে নববীতে
 যে মুখে হালেছ নিয়তে পড়বে যে কোরআন । (ঐ)
 কতই নবীন, কতই প্রবীন কতই নওজোয়ান
 করতে তাওয়াফ আল্লাহ ঘরে হওরে আওয়ান
 থাকবে জারী সবার মুখে একটি শ্লোগান
 হাজীর হে আল্লাহ হাজীর হে আল্লাহ
 লাক্কাইক লাকা লাক্কাইক লাকা ওগো দয়াবান । (ঐ)



(সংকলিত)

হামদে ইলাহী

তোমার দয়া আছে খোদা জানি সকলদিকে
 তোমার দয়া দাও ছড়িয়ে মাগরিবে মাশরিকে ।
 স্রষ্টা তুমি সৃষ্টি করো
 মহান কৃপা দৃষ্টি করো,
 দাও সাজিয়ে আলোর ফুলে
 আকাশ পৃথিবীকে ।
 মহিমা আর শক্তি তোমার
 কেউ জানেনা কত
 তোমার দয়ার প্রকাশ দেখি আমরা অবিরত ।
 প্রভু তুমি লালনকরো
 স্নেহের নীড়ে পালন করো,
 ফুল পাখি আর কীট পতঙ্গ
 সকল প্রাণীকে ।

ফরকখ আহমদ

মানুষ রূপে শয়তান

যারা নূর নবীয়ে আঁরার মত মাটির মানুষ কয়
 তারা মানুষ রূপে শয়তান অ -ভাই নবীর উম্মত নয় । (এঁ)
 আব্বাহ পাকে কোরআনত কয়
 নবী আব্বাহর জাতি নূর অন্য কিছু নয়
 আর বিয়াগিয়ন নবীর নুরুসুন পয়দা অয় । (এঁ)
 মেরাজর ঘটনায় বুঝা যায়
 নবী এবং আঁরার লগে তুলনা নো অয়
 ল মকানত খোদার লগে, নবীর দীদার অয়
 বেশ কতক্ষণ খোদার লগে কথাবার্তা অয় । (এঁ)
 বদরের ঘটনা উন ভাই
 ৩১৩ মুমিন আছিল অন্য কিছু নয়
 তবু হাজার কাফের নবীর কাছে কুপোকাত বনি যায়
 মুসলমান অল বীরের জাতি, এই দিন প্রমান অয় । (এঁ)
 নবীর হিজরতে অভাই
 ইসলাম প্রচারর একখান বিরাট সুযোগ অয়
 অল্প দিনত মক্কা আর মদিনা বিজয় অয়
 মদিনাতে ইসলামী শাসন কায়েম অয় (এঁ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

মদীনার খোশবু

ওহে সকালের বাতাস তুমি কোথায় চলে যাও
 মদীনার খোশবু তুমি আমায় দিয়ে যাও ।।
 নুরুন্নবী মানব ছবি পাঠালেন এ ধরাতে
 কুলকায়েনাত উজ্জ্বল হলে নূর নবীর নূরেতে
 খোদ্ খোদা পাগল হল নুরুন্নবীর প্রেমেতে
 ওহে বাতাস তুমি খবর নিয়ে যাও ।(ঐ)
 নবীর আশেক ওয়াইছ করণী নবীর প্রেমে দিওয়ানা,
 বত্রিশ দান্দান শহীদ করলেন, একটি মাত্র রাখলেন না ।
 ওরে মুমিন দেখ একবার নবী প্রেমের নমুনা
 ওহে বাতাস তুমি খবর নিয়ে যাও । (ঐ)
 আসিলেন বাদশা হয়ে রাহমাতুল্লীল আলামিন
 আমার গলার মালা তুমি সফিউল মুজনেবিন
 যার নামেতে খোদ্ খোদার কাবা বুকে যায়
 ওহে বাতাস তুমি খবর নিয়ে যাও (ঐ)

(সংকলিত)

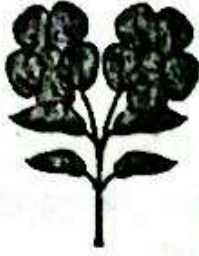
সোনার মদিনা

আমার সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা
 সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারিনা ।
 ভুলিনি, ভুলবনা, ভুলতে পারিনা (ঐ)
 খোদার সৃষ্টিতে তুমি, শ্রেষ্ঠ ভূমি হও,
 আরশ মুয়াল্লার চেয়ে দামী তুমি হও;
 তোমার বুকে করছে শয়ন শাহে মদীনা (ঐ)
 ইয়াহরীব নামে ছিল তুমি অলুক্ষণের দেশ,
 বড়ই মারাত্মক যে ছিল, তোমার পরিবেশ;
 নবীর ছোয়ায় হলে তুমি, সোনার মদিনা (ঐ)
 জান্নাতের বাগান তুমি নবী বলেছেন
 থাকে শেফার অধিকারী তোমায় করেছেন;
 তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝর্ণা (ঐ)
 তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে,
 তোমার বুকে জিবরীল আমিন সদা এসেছে;
 সলিম বলে কেমন করে যাব মদীনা (ঐ) ।



সলিম উদ্দিন হায়দার

মদীনার পানে



উড়ে যেতে ইচ্ছে হয় মদীনার পানে
 সেখায় গিয়ে সালাম দেব নবিজীর চরণে
 দেখা আমার হবে নবিজীর সনে
 বলব সকল মনের ব্যথা নবিজীর কদমে। (ঐ)
 জিন্দা নবী শুয়ে আছেন মদিনার জমিনে
 মদিনাতে যেতে আমার দিল সদা টানে। (ঐ)
 বাতাস যখন ছুটে চলে মদিনারী পানে
 সঙ্গী বনতে আরজ করি, বাতাসেরই সনে। (ঐ)
 দোজাহানের দুলাহা এল সৃষ্টিরই কল্যাণে
 ছর গেলমান নৃত্য করে নবীর আগমনে। (ঐ)
 বিবাদ বিষাদ মিটে গেল, ন্যায়েরই দর্পনে
 সত্য মিথ্যা পৃথক হল আল আমিনের আগমনে
 থাকব যখন মুছিবতে, কিয়ামতের দিনে
 প্রিয়নবী পার করাবেন, সকল উম্মত গণে। (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

চল মদিনা যাই

চল চল মুমিন মদিনাতে যাই
 হৃদয়ের প্রশান্তি মিলবে, গেলে মদিনায়
 মুর্দা কুলব জিন্দা হবে গেলে মদিনায় (ঐ)
 নূরী খোদার নূরী নবীর দরবারেতে যাই
 সারা জাহান আলোকিত যার নূরের আভায় (ঐ)
 মহান নবীর মহান বাণী হাদীস বলে আমরা জানি
 আল্লাহ পাওয়ার পন্থা আছে, নবীর তরিকায় (ঐ)
 হাশরের দিন মুসিবতে, তারই শাফায়াতের তরে
 ডাকি আমি পড়ি দরুদ, নিশি নিরালায় (ঐ)
 নবিজীকে মাটির মানুষ বল নাকো ভাই
 খোদার নূরে নবী সৃষ্টি, কোরআনে দেখা যায় (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

শানে বড়পীর (রাঃ)

অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম, এ, জলিল

আয় বড়পীর আবদুল কাদের জিলানের জিলানী
 গাউছুল আজম লাছানী
 আপনারই নামের গুনে, আগুন হয়ে যায় পানি
 গাউছুল আজম ছামদানী (ঐ)
 জন্ম আপনার জিলানেতে তরীকা হয় কাদেবীয়া
 আবু ছালেহ মুসা জঙ্গী হলেন যে আপনার পিতা
 উম্মুল খায়ের মা ফাতিমা আপনারই জননী (ঐ)
 রমজানেরই প্রথম রাতে আপনার শুভাগমন হয়
 দিনের বেলায় খাননি দুধগো, তাতে আপনার রোজা হয়
 কেউ জানেনা চাঁদের খবর, জানেন গাউছে ছামদানী (ঐ)
 গর্ভে বসে মায়ের মুখে, গুনে কোরআনের বাণী
 হেফজ করেন অর্ধ কোরআন ওগো গাউছে জিলানী
 মা জানেনা ছেলের খবর, জানেন আল্লাহ গণি (ঐ)
 দোজাখেতে আপনার গোপন ভেদ দিলে ছাড়িয়া
 এক পলকে ওগো গাউছ যাবে আগুন নিভিয়া
 অধমেরে পার করিবেন, হাশরের দিন আপনি
 যেই নজরে চোরকে আপনি, দিলেন কুতুব বানাইয়া
 সেই নজরে করেন দয়া ওগো দয়াল গাউছিয়া
 সকলেরে দেনগো আপনি, আপনার সেই নজরখানি (ঐ)
 মুরিদী লা - তাখাফ শুনি, আপনার মুখের জবানী
 চরণ তলে সপেঁ দিলাম অধমের জীবনখানি
 রোজ হাশরে মুরীদ গণকে কুলে তুলে নেন আপনি (ঐ)

শানে গাউছিয়া

আমি ঐ গাউছিয়া একটি নামে দিওয়ানা
 পেতে চাই দরশন, মন আমার উচাঠন
 বলে দাও আমায় ওগো গাউছিয়ার পরওয়ানা (ঐ)
 গাউছিয়া নামের ধ্বনি আমি যে কানে গুনি
 হক্ মাওলা মধুর বাণী, আমায় করে মাস্তানা (ঐ)
 আল্লামাই পেয়ারা অলি, চাই যে তার পায়ের ধুলি
 কোথা যাই করে বলি, আমি যে আজ দিওয়ানা (ঐ)
 গাউছিয়ার মুনকির যারা, পাবেনা পাবেনা তারা
 আমিত পান করেছি, গাউছিয়ার পায়মানা (ঐ)
 (সংকলিত)

গাউছিয়াতের শিরোমণি



উঠল রবি হইল আলো তাওহীদ বাগানে
 আমার গাউছিয়াতের শিরমণি এল জাহানে। (ঐ)
 প্রিয়নবীর আশেক বনে
 কদম রাখেন বাংলার জমিনে
 শূন্য কুলব ভরে দেয় বাতেনী জ্ঞানে। (ঐ)
 নাম যে তাহার তাহের শাহা
 ছিরিকোটেরই বাগানের শাখা
 কতই ভ্রমর মধু খোজে সেই বাগানে। (ঐ)
 লক্ষ কোটি মুরীদ তাহার
 নেমেছে জুলুশে বেগমার
 অবশেষে মিলন হয় জামেয়ার ময়দানে। (ঐ)
 ছিরিকোট যদি না আসিত
 অন্ধ গোমরাহী থাকিয়া যেত
 তিনি যে আওলাদে রাসুল সকলে জানে। (ঐ)
 (সংকলিত)

হিন্দিল অলি

হিন্দিল অলি খাজা, তাকদীর বদলানে ওয়ালা
 তুমি তো মোদেরই জান, খাজা তোমারী বড়ই শান (ঐ)
 খাজা তুমি দয়ার খনি, আমরা সবাই তাহা জানি
 জাদুগরকে বানাও তুমি, আবদুল্লাহ বিয়াবানী
 একি আজব তোমারী শান (ঐ)
 আল্লাহ করেছেন দান, প্রিয়নবীর অবদান
 তোমার উছলায় পেলাম উপমহাদেশে ইসলাম
 তুমি যে মোদেরই জান, খাজা তোমারী (ঐ)
 খাজা তোমার দরবার হতে কেউ ফিরেনা খালি হাতে
 আল্লাহ রাসুল দিয়েছেন, তোমায় অসীম ক্ষমতা যে,
 কি আজব তোমারী শান..... (ঐ)

সেলিম রিয়াদ

শানে মাইজভান্ডারী

- ভান্ডারী ভান্ডারী করে যত আশেকান
ভান্ডারী নাম মুখে নিলে জুড়ায় যে পরণ। (ঐ)
 - অলি বানাইবার কারখানা, মাইজভান্ডারীর আস্তানা
সেই দরবারে বুকে পড়ে তামাম জাহান। (ঐ)
 - নূরের আলোয় আলোকিত করিয়াছেন চমৎকৃত
হযরতে কেবলা কাবা বাবা রহমান। (ঐ)
 - মক্কা আর মদিনার আলো, চাও যদি দেখতে চল
গেলে পড়ে দেখতে পাবে, ভান্ডারীর কি শান। (ঐ)
 - অধ্যম আমিন কেঁদে বলে, মাইজভান্ডারীর চরণ তলে
কর মেহেরবাণী বাবা তুমি মেহেরবান। (ঐ)
- (সংকলিত)

নবীপ্রেমিক শেরে বাংলা (রহঃ)

শেরে বাংলা ছিলেন নবীর প্রেমে দিওয়ানা
মাইতো বিমারে নবীহেঁ করলেন ঘোষণা (২)

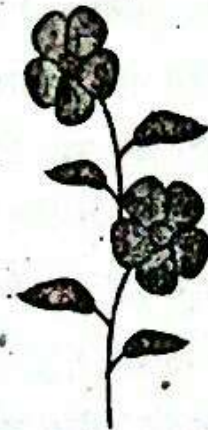
নবী প্রেমিক ছিলেন বলেই তিনি জমানার
বাতিল ফিরকার রোমানলে পড়তেন বারবার
খন্দকিয়ার জমিন তাহার একটি নিশানা (ঐ)

নবী অলির শানে তিনি করলেন রচনা
দুইশত পনের পৃষ্ঠার কাব্য দেখনা
দিওয়ানে আজিজ তাহার বিরল সাধনা (ঐ)

হাটহাজারীর প্রাণকেন্দ্রে তাহার আস্তানা
বারই রজব সুনী জনতার মিলন মোহনা
বাতিল ফিরকা ভয়ে সেদিন নড়ে চড়ে না (ঐ)

ছিলেন তিনি সুনীয়তের সফল রূপকার
বীর সাহসে করতেন তিনি সুনীয়ত প্রচার
আকিদার ব্যাপারে তিনি আপোষ করতেন না (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম.



শানে শেরেবাংলা

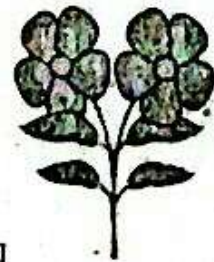
আমার শেরেবাংলা আজিজুল হক গাউছে জামানার
 প্রেমানলে জ্বলতেছিলেন নবী মোস্তফার। (ঐ)
 জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন মোহাম্মদেয় মুফাস্সের ছিলেন
 মোজাহ্দেরে মিল্লাত ছিলেন তিনি জামানার। (ঐ)
 গাউছে পাকের প্রাণ তিনি খাজা বাবার নয়নমনি
 প্রাণের চেয়েও প্রিয় জানতেন, গাউছে মাইজভান্ডার। (ঐ)
 ১৯৫৬ সালে আবুল আলা মওদুদীকে
 বিভাঙিত করেছিলেন লালদিঘীর পাড়। (ঐ)
 ১৯৪৭ সালে শাহে মাবুদ কাদেরীকে
 বেলায়ত দিলেন তাঁকে কাজীর দিঘীর পাড়। (ঐ)

(সংকলিত)

শানে তৈয়ব শাহ (রঃ)

হজুর কেবলা মোর্শেদ কেবলা, তৈয়ব শাহ আমার
 তৈয়ব শাহ প্রিয় সুন্নী জনতার প্রিয় সুন্নী জনতার
 সিরিকোট থেকে বাংলায় এসে করলেন সুন্নীয়ত প্রচার
 ঈমানী বিপর্যয় থেকে রক্ষা করলেন আমাদের
 মোজাহ্দেরে দ্বীন মিল্লাত তিনি জামানার (ঐ)
 দেশব্যাপী করলেন তিনি বাগান শরীয়তের
 খানকাহ দিয়ে করলেন তিনি বাগান তরিক্বতের
 তাইতো তিনি গাউছে জামান, জানা সকলের (ঐ)
 জশানে জুলুশ চালু করে শিক্ষা দিলেন আমাদের
 খোদার কাছে অধিক প্রিয় দরুদ এবং সালামের
 তাইতো হজুর কেবলার নির্দেশ খতমে গাউছিয়ার (ঐ)
 তৈয়ব শাহ ছিলেন সুন্নী আন্দোলনের রূপকার
 ছাত্রসেনা ঈমানী ফৌজ বললেন তিনি বারবার
 হজুর কেবলার বাণী আজও হৃদয়ে আমার (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম



শানে তৈয়ব শাহ (রঃ)

আয় শাহেন শাহে সিরিকোট তুমি বড় দয়াবান
 ছিরিকোট থেকে বাংলায় এসে করলে তুমি এহছান (ঐ)
 বিশ্বব্যাপী গাউছিয়াতের নিশান তুমি উড়ালে
 আহলে সুন্নাতেের সঠিক রূপ তুমি মোদের করলে দান (ঐ)
 বাংলাদেশে সুন্নীয়াতের ঢংকা তুমি বাজালে
 জামেয়া আহমদিয়া তারি একমাত্র প্রমাণ (ঐ)
 গাউছে পাকের ইশারাতে চৌরভির রূপ ধরে
 কাদেীরীয়া ছিলছিলাতে করলে খিদমতে ঈমান (ঐ)

(সংকলিত)

রহম কর আল্লাহ

এই অলি আল্লার বাংলাদেশ
 গাউছ কুতুবের বাংলাদেশ
 রহম কর আল্লাহ। (ঐ)
 আল্লাহ নবীর পথে শহীদ যারা
 আমরা তাদের সঙ্গী আল্লাহ
 তাদের ওয়াস্তে, তাদের নামে রহম কর আল্লাহ। (ঐ)
 এই শাহজালালের বাংলাদেশ
 শাহ মাখদুমের বাংলাদেশ
 শাহ বোগদাদীর বাংলাদেশ
 আল ফেসানীর বাংলাদেশ
 সেই মহানদের উছিলাতে রহম কর আল্লাহ। (ঐ)
 শাহ আমানতের বাংলাদেশ
 শাহ বদরের বাংলাদেশ
 ভড, নাস্তিক, কাফির, মুশরিক খতম কর আল্লাহ। (ঐ)
 গাউছে মাইজ ভান্ডারীর বাংলাদেশ
 শেরে বাংলার বাংলাদেশ
 তাদের ওয়াস্তে তাদের নামে রহম কর আল্লাহ। (ঐ)
 এই সুন্নীয়াতের বাংলাদেশ
 নবী প্রেমিকদের বাংলাদেশ
 সুন্নী সমাজ বিনির্গানে মদদ কর আল্লাহ। (ঐ)

(সংকলিত)

ঈমানী বল

বুকে ভরা মোদের ঈমানী বল । (ঐ)

মোরা বীর মুজাহিদ রাসুলের দল

শত্রুর মন ভয়ে করে টলমল

বীর মুজাহিদ মোরা ইসলামী দল । (ঐ)

শত্রুকে মোরা করি নাকো ভয়

সাথে আছে মোদের প্রভু নিশ্চয়

নবীর পতাকা নিয়ে এগিয়ে চল । (ঐ)

শত্রুরা চিরদিন ভীকু চঞ্চল

সত্যের পানে তারা চির দুর্বল

নিশ্চয় জয়ী হবে রাসুলের দল । (ঐ)

প্রিয় নবীজির মোরা বীর সেনানী

উহুদ বদরের কথা আজো ভুলিনি

প্রয়োজনে ভাসাবো রক্তের চল । (ঐ)

আব্বাহ ও রাসুলের দুশমন যত

করব তাদের মোরা ক্ষত বিক্ষত

মোরা নই হীনমনা কিবা দুর্বল । (ঐ)

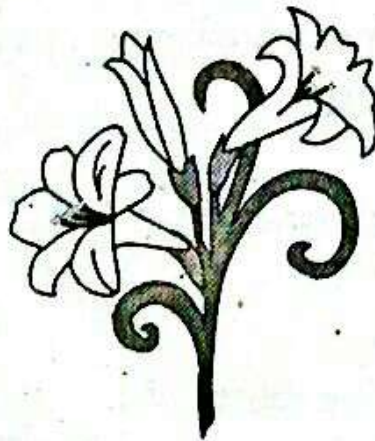
রাসুলের শানে যারা করে অপবাদ

করবো তাতে মোরা জোর প্রতিবাদ

ঈমানী বলে মোরা নিয়ত সচল

মোরা বীর মুজাহিদ রাসুলের দল । (ঐ)

এম, এ, ইসলাম জোহাদী



জাগো সুনী মুসলমান

জাগে উঠো সুনী মুসলমান, সময়মত হও সাবধান
 ময়দানেতে হবে প্রমান, আছেন মোদের ঈমান (ঐ)
 শুন নবীর প্রেমিকেরা, শোন আল্লাহর বান্দা যারা
 থাকতে হলে ঈমান নিয়ে, ধর আল্লাহ নবীর দামান (ঐ)
 হে নবীজি আমরা হব, আপনারই ঈমানী সেনা
 ভয় করিনা আমরা কেহ, বাতিলের বুলেট বোমা
 ইতিহাসে চেয়ে দেখনা, কারবালাই তার প্রমান (ঐ)
 হুসাইন আপনি, আছেন কোথায় আমরা সবাই যাব সেথায়
 বিশ্ব ঘুরে গাইব মোরা, ঘনি ইসলামেরই জয়গান (ঐ)
 শোন যুবক তরুণেরা, তোমার রক্তে ইসলাম গড়া
 কি কারণে ভুলে গেলা, আল্লাহ রাসুলের আজান (ঐ)
 কারবালাতে শহীদ যারা, ইসলামের সূর্য তারা
 মরণ এলে মরব মোরা, দেবনা তবু ঈমান (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

ইসলামী ফ্রন্ট দলীয় সংগীত

ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশে, প্রিয় দ্বীনি দল
 এই দেশে নবীর কাফেলা, জোর কদমে চল (ঐ)
 যুদ্ধ যখন সামনে আসে বীর কাফেলার মুখ
 বদর, উহুদ গড়তে মনে উল্লাসে উৎসুখ (২)
 অস্ত্র সেনা নয় সে কিছু, স্রেফ ঈমানী বল (ঐ)
 গড়তে গেলে এই কাফেলা, কর্মবীরের ঝাঁক
 শুনে খন্দক এবং মসজিদে নববী গড়ার ডাক (২)
 নবীর পায়ের বুকের এই খুন, করতে পাগল (ঐ)
 গাউছে পাকের নাম নিতে ভয়, ভাবনা ভুলে যায়
 আলা হযরত, শেরে বাংলার প্রেম বুকে উছলায় (২)
 খালিদ বিন ওয়ালিদকে ভেবে, যুদ্ধে অবিচল (ঐ)
 দেশের সেবা করতে যাদের, বুক ভরা উচ্ছাস
 তাদের দেখে এই জনতা, চায় পেতে আশ্বাস
 দুর্নীতি হঠাতে দেশের, চিন্ত যে চঞ্চল (ঐ)

মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান



দাবী করি উম্মত, নেই ভক্তি মুহাক্কত

অন্তরে নেই বিন্দু মাত্র ভক্তি মুহাক্কত
 অথচ আমরা মুখে দাবী করি রাসুলের উম্মত
 ভুল সবই ভুল, এঁ ভুলের দিতে হবে খেসারত । (ঐ)
 রাসুলের সেই মহান আদর্শ, নেই আজ কারো কাছে
 ধূর্ত বাজের গড়া মতবাদ, তাই নিয়ে জাতি নাচে
 তখতের লোভে কমবখতরা করে লাল রাজপথ । (ঐ)
 অথচ আমরা.....

আমীর ফকিরে করি ভেদাভেদ, সাম্য মৈত্রী ভুলে
 খোদায়ী বিধান রাসুলের বাণী, রেখেছি মাচায় তুলে
 আমানতদারের আমানত মোরা, করিতেছি খেয়ানত । (ঐ)
 মানবের তরে মানবতাবোধ, হারিয়েছি সেই কবে
 ব্যস্ত সবাই করে শেষ করে, কে হঠাৎ ধনী হবে
 ভোগ বিলাসের পুজারী আমরা ডুবায়ে মান ইচ্ছত । (ঐ)
 অথচ আমরা.....

ধর্মীয় কাজে নানা অজুহাতে থাকি মোরা পিছে পড়ে
 ইহদীর নীতি, খ্রীষ্টান প্রথা বসেছে মগজে চড়ে,
 ইসলাম নিয়ে ভাববার মত নেই আজ ফুরসত
 অথচ আমরা মুখে দাবী করি রাসুলের উম্মত । (ঐ)

এম, মহিউদ্দীন

ইয়াদে মোস্তফা (দঃ)

ইয়াদে মোস্তফা এছি, বহুগেয়িহে ছিনেমে
 জিছমা হো কে হে আপনা
 দিলতো হে মদিনেমে । (ঐ)
 কোন হে দিওয়ানা, কিছকা হে হে দিওয়ানা
 মেহেরশের ভি কেহ থাকে, জানা হে মদিনেমে । (ঐ)
 মেরে কামলিওয়ালাকা গরতো হে মদিনেমে
 ফিরবি ওতো রেহতেহে, আশেকোকে ছিনেমে । (ঐ)
 কোন ছাজাগা উনকে আশিকোছে খালি হে
 হার জাগাহে পরওয়ানা, শাম্মাহে মদিনেমে । (ঐ)
 একদিন যাওতো, ছককে বল মদিনেমে
 আরজু হে মেরে দিলকি, মরজা ও মদিনেমে । (ঐ)



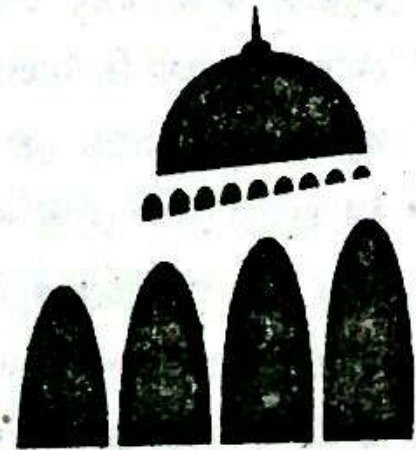
(সংকলিত)

ইবতেদা ভিহেতো

ইবতেদা ভিহেতো ইনতেহা ভিহেতো
 ছবকা মালিকহে তো ছবকা খালিক হে তো
 হাম ছবহৌ পর খোদা তেরী এহছানে হে
 ইয়া খোদাইয়া খোদা কিয়া তেরী শান হে
 তুনে মুছা কে জলওয়া দিখাইয়া ভি হে
 পলকে বেহশ ফির হুঁশ লায়্যা ভিহে
 তু জিলাতা ভিহে তু উঠাতা ভিহে
 নুরন আলা নুর হে, ইয়ে তেরী পেহ ছান হে
 তুরে সুরুজ কে করদি আতা রৌশনি
 তুনে চাঁদিকো বখশিহে বহু চাঁদনি
 ইয়ে জমি আসমা, কুলহে ছারা জাঁহা
 তেরী কাউনাইনমে বহু ইয়েহি জানহে
 তুনে পয়দা কিয়া বন্দেগী কেলিয়ে
 কুলবমে রুহদি জিন্দেগী কেলিয়ে
 মে নেহী ভূলাতা, ইয়া খোদা না ভুলতা
 ছুপকে বেটে হে উহ শেকলে ইনসানহে।

লুতফ উনকা

লুতফ উনকা আম হুহী জায়েগা
 শাদ হার নাকাম হুহী জায়েগা।
 জান দেদো ওয়াদায়ে দীদার পর
 নকুদ আপনা দাম হুহী জায়েগা।
 মুফলেছু উনকি গলিমে জা পড়ে
 বাগে খুলদে ইকরাম হুহী জায়েগা।
 ছায়েলু দামান ছখীকা থামলো
 কুছ না কুছ ইন আম হুহী জায়েগা।
 ইয়াদে গেছো জিকরে হকুহে আহ কর
 দিলমে পয়দা লাম হুহী জায়েগা। (ঐ)
 ইয়াদে আবরু করকে তড়পো বুলবুল
 টুকরে টুকরে দাম হুহী জায়েগা।
 আয় রজা হার কামকা ইক ওয়াজু হে
 দিলকো ভি আরাম হুহী জায়েগা। (ঐ)



আকা আকা বোল

আকা আকা বোল বন্দে আকা আকা বোল ।
 জিকরে নবী তো করতা জায়ে, জিকরে বড়া আনমোল ।
 এছা দিন ভী আ যায়ে ছর কারকে দরপে বেটতে হো
 লব খামোস জোবা বন জায়ে আ খো ছে আঁছু বেহতে হো ।
 উনকে দরপে রুনে ওয়ালে দিলছে কুছ তো বোল । (ঐ)
 রেহমতে আলম পেয়ার আকা যিধারচে ওজারা করতে থে
 শজর গাওয়াহি দেতা খা আওর পাথর কালেমা পড়তে থে
 নূরে খোদা কে মুনকের আব তো আপনি আখে খোল । (ঐ)
 আও চলো দিওয়ানো ছারে শেহরে মদিনা চলতে হ্যাঁ
 মেরে কিয়া আওকাত ছবহি উনকে দরছে পলতে হ্যাঁ
 গায়র কো ভি দেতে হ্যাঁ বিন মানগে বিন মোল । (ঐ)
 যবছে খোশ ছমবালা হ্যা উনকে নাতে পড়তা হো
 গোশতাখি নাহো যায়ে ম্যাইছমভাল ছমভাল কে ছলতা হো
 মাকি দুয়া'উ কা ছদকা নাতে কা হে মা হোল । (ঐ)
 রাশেদ নাতে লিখনা পড়না ইয়ে বড়া হ্যাঁ এজায়
 জিনকে করম কে ছদকে হিছে উছি হে পরওয়াজ
 নাতে নবী তো ছুনায়ে যা কানমে রশগোল । (ঐ)

শায়ের রাশেদ

কুয়ি ছানী নেহি

জিছকা কুয়ী ছানী নেহি উহ নবী হামারা হে
 মোস্তফা কি আজমতকা হাদহে না কিনারা হে?
 জোর পরহে তুফা ভি টগমগাই নাইয়া ভি
 আপ জব করম করদে, তো ছামনে কিনারাহে
 ইছ তামান্না লেকর মে আ খাড়া হ চৌকট পর
 উঅহ কবিতো পৌহছেঙ্গে, কৌন গমকা মারা হে (ঐ)
 বু- জেহেলমে ভি কাহা চাঁদ দু টুকরে কর
 উ অহ ভি করকে দেখায়া হে, উঅহ নবী হামারাহে (ঐ)
 নাতে মোস্তফা ছুনলে, নাতে মোস্তফা পড়লে
 হামছে আপনি জীওয়নকা ওয়াক্ত উহ ওজারাহে ।



মোস্তফা কামলিওয়াল

কালি কামলিমে মুজকো চূপালো

ইয়া নবী মোস্তফা কামলিওয়ালে (ঐ)

গমজদা হো ম্যাই গমছে ছুড়াল

ইয়া নবী মোস্তফা কামলিওয়ালে (ঐ)

বাহরে ইছইয়ামে আকা পছা হোঁ

মে গুনাহঁমে ডুবা হয় হোঁ

মেরী কশতিকো আকা বাচালো

ইয়া

ছারো ইয়ারো কে সদকে মে মাওলা

ফাতেমা বিকে সদকে মে মাওলা

মেরি বিগড়ি হয়ী কো বানাদো

ইয়া নবী

মেরা দুশমনহে সারা জামানা

দিলভিহে গমকা নিশানা

আবতো রওজে পে মুজকো বোলালো

ইয়া নবী.....

তুমকো হকুনে বানায়াহে এয়ছা

জুলফ ওয়াল্লাইলে ওয়াশ শামস মুখড়া

শেকলে নুরানী মুজকো দেখাদো

ইয়া নবী

আপনি আখৌ মে মাই আশকো ডর কর

ইয়ে দোয়া করোঙ্গা উনকে দরপর

জান বেজানমে আবতো দেলাদো

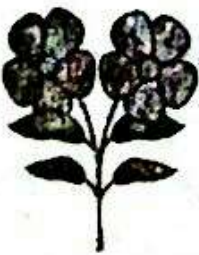
ইয়া নবী

শায়ের বেজান চটগামী

মদীনা আতা হে

নাতে পড়তে চলো আগে বড়তে চলো
দেখৌ দেখৌ মদীনা আতা হে ।
হৌশচে কামলো আপনা -দিল থামলো
উহ শাফায়াতকা দুলহা আতাহে ।
জলওয়ায়ে মুত্তাফাকে চামনে,
চাঁদকৌ ভি হিজাব আজাতাহে ।
জবডি খিলতে হেঁগেছু আপকে
রেহমতো পে শাবাবা আ জাতাহে ।
জুলফুকো দেখ কর জুমতি হে ছাহার ।
বাদে লৌকো পছিনা আতাহে ।
ছরওয়ারে দিন কে ওলজার মে ।
ইলমো ইরফা কি কলিয়া খিলতে হে ।
শাহে কাউনাইন কে দরবার মে
আশেকৌকী মুরাদে মিলতে হেঁ ।
বখশতে হেঁ উছে হাত উঠা কর জিছে ।
মাংগনেকা কুবিনা আতাহে ।
ইয়ে গলিতো হামারে ওয়াস্তে
হোলদ ভিহে দায়ার পাকভি
কেহদৌ আনওয়ার ইয়ে আহলে শৌকছে ।
হে মোকাদ্দাস ইহাকে খাকভি
পাউ ভিড়ে ধরো নজরে নীচে করোও ।
আশেকো ছ্বোরেছিনা আতা হে ।

— শায়ের আনোয়ার



শানে গাউছে পাক



গাউছে বাগদাদী ওয়ালা বিগড়ি বানানে ওয়ালা
 তুম পর ফিদাহে মেরি জান ওয়ালাহ তুমহারি বড়ি শান।
 জাতে হ্যাঁ দরপে ছাওয়ালী জুভী মুরাদ লেকে।
 হক্কী কসম হে ইয়ারো আতেহেঁ মে দামন ভরকে
 আব কিছমাত আয মালো তুম ভি বাগদাদ যা কে
 রেহমত বরছানে ওয়ালো কিসমত ছমকানে ওয়ালা
 দরপে হো ছবকা এহছান ওয়ালাহ তুমহারি বড়ি শান (ঐ)
 জামে ওয়াহদাত ছে আকাঁ উনকো মাখমোর করদো
 ইক পরমানা ইধর উনকো পেহছার করদো
 কিতনা এহছান করদো কিতনা এহছান করদো
 ভরদো আব মেরা পেয়ালা বান্ধা হো ম্যাঁই মতওয়ালা
 পুচতি হ্যাঁ দিলকি আরমান (ঐ)
 খাব ম্যা আও মেরে গাউছে পিয়াজিলানে
 দিদ কি জাতি হো মাই গাউছ পিয়াজিলানে
 জাকে উঠাও মেব্রে হায়দার কি দিল রব ওয়ালে
 ম্যাঁই বন্দা হো মাল্লা দিলকো আব করদো উজালা
 আকা মেহবুবে ছোবহান (ঐ) (শায়ের হান্নান)

গাউছুল আযম দস্তগীর

ছুনলো এ পীরোকে পীর গাউছুল আযম দস্তগীর
 বদলো মেরে ভী তকদীর গাউছুল আজম দস্তগীর।
 ইয়া গাউছাল আযম আল মদদ, ইয়া পিরানে পীর আল মদদ
 রওশন জমির আল মদদ, দস্তগীর আল মদদ
 ম্যায় হো তোমহারি দরকা ভিখারি আই শাহে বোগদাদ
 ওয়াছতা তুমকো পিয়র নবীকা ছুনলো মেরী ফরিয়াদ
 খোড় গরদিশ কি যনজির। (ঐ)
 দরছে তোমমে আপনি কিছি মাগতে কো নেহী হ্যাঁ ঠালা
 আলে নবী কা ছদকা তুমনে ঝুলি ম্যা হ্যাঁ ঢালা
 বড় পীর বে নজীর গাউছুল আযম দস্তগীর। (ঐ)
 গাউছ পিয়া জিলানে তোমহারে শান পে ম্যা কোরবান
 ম্যায় ভি তোমহারি দরপে আউ দিল ম্যা হ্যাঁ আরমান
 দে দো খাব কি তা'ভীর গাউছুল আজম। (ঐ)
 আপনি শেহফিল মে আ কর আব জলতে ছচকো দেখানা
 কাদেরী ছারে জুম রহি হ্যাঁ ছব কে বাগ জাগানা
 আও এ পীরানে অ পীর। (ঐ)
 গাউছে পিয়া ইয়ে আদনা কামাল আপনে মুরাদ পায়ে
 দরপে তোমহারী হাজেরী দে দে আওর মদিনা যায়ে
 করদো কুছ এছি তদভীর। (ঐ)

খাজা কা রওজা

খাজা কা রওজা ইহাছেহে দূর

লেকিন ছদা উহ ছুনতেহে জরুর

ওয়হ হে খোদাকা পিয়ারা নবীকা দুলারা

ইয়েহে খাজাকা শান আল্লা আল্লা । (২)

আই ওসমাকে জানি করদো মেহের বাণী

ইয়ে মেরী কাহানী

মাই গমজদা থমকা মারা হৌ মাই

ছনজর ওয়ালে খাজা ইমদাদ কো আজা

রাজন কি হো রাজা, মজবোর বে ছাহারা হোম্যাই

জো হে বেছাহারা দিয়া উসকো ছাহারা । (ঐ)

দুশমনহে জমান্য আপনা ভিহে বেগানা

মাইতেরা দিওয়ানা খাজা পিয়া হো করম কি নজর

আব গমছে ছুড়ালো রওজেপে বুলালো

দামান মে ছুপালো দেখলো আজমীর নগর

দোলে ওমদ কা ছদকা লোটাতে হে খাজা । (ঐ)

আজমির মে আকে ইসলাম পেহলারা

ছুতুকো জাগায়া, জয়পাল জুগীকো কলমা পড়ায়া

আওর কলমা পড়াকে মুসলমা বানায়া

জমানাকো দেখায়া রাহে হকপে চলনা ছিকায়

ছারে বুতোকো তুড়া ঝাভা খেজা কাগাড়া । (ঐ)

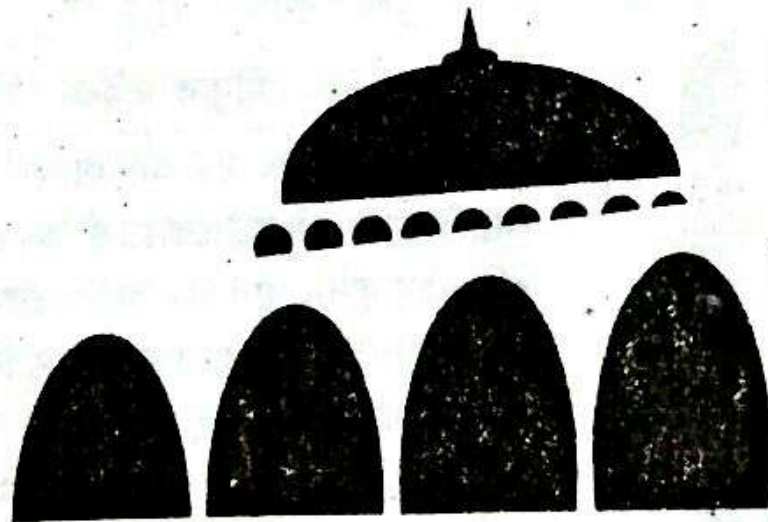
(সংকলিত)



ছুনতে হেকে মাহশর মে

আলা হযরত (রাঃ)

ছুনতে হে কে মাহশর মে ছিরিফ উনকি রছায়ী হে
 গর উনকি রছায়ী হে লো জব তো বন আয়ী হে । (ঐ)
 মছলা হে কে রহমতনে উম্মিদ বনধা য়ি হে
 কিয়া বা ত তেরী মুজরিম কিয়া বাত বানায়ী হে (ঐ)
 ছবনে ছফে মাহশর মে ললকার দিয়া হাম কো
 আয় বে কছুঁ কে আকা আব তেরী দুহায়ী হে । (ঐ)
 গেরতে হুঁ কো মঝদা ছিজদে মে গেরে মাওলা
 রু রু কে শাফায়াত কি তমহীদ উঠায়ী হে (ঐ)
 আব আপহী ছম্বালি তো কাম আপনে ছম্বল জায়ে
 হামনে তো কামায়ী ছব, খে লুঁমে গনওয়ায়ী হে । (ঐ)
 আয় ইশকু তেরে ছদকে জলনে চুটে ছছতে
 জু আ গ বুঝা দেগী ওয়ো আগ লাগায়ী হে । (ঐ)
 তাইবা ন ছহী আফজল মক্কা হী বড়া যাহেদ
 হাম ইশকু কে বন্দে হে কিয়ু বাত বড়হায়ী হে । (ঐ)
 মতলা মে ইয়ে শক কিয়া থা ওয়ান্নাহ রেজা ওয়ান্নাহ
 ছিরিফ উরকি রছায়ী হে ছিরিফ উনকি রছায়ীহে (ঐ) ।



মোদের ভাইয়া

(বরের বাড়ি)

মোদের ভাইয়া আনন্দিত আজ

মনে হয় যেন, পূর্ণিমার চাঁদ

তাহার মেহেদী রজনী যে আজ

সকলে তাই আজ নব সাজে সাজ (ঐ)

শিতরা করছে আনন্দের আওয়াজ

বরের কানন আজ সেজেছে রূপসাজ

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু মহল মাঝ

ভাইয়ার চোখেতে আনন্দের উল্লাস (ঐ)

এতদিন ছিল ভাইয়া নিরুপায়

জীবন কাহিনী গনার তো কেউ নেই

ঘুচাবে দুঃখ মহান আল্লাহ

ভাইয়ার মনে আজ আনন্দের উচ্ছ্বাস (ঐ)

নবিজী এবং বিবি খাদিজার

জীবন ছিল যে মায়া ও মমতার

ভাইয়া ও ভাবীর জীবনে আল্লাহ

দাও সে মায়া, ভক্তি বিশ্বাস (ঐ)

সম্রাট শাহজাহান জায়ার প্রেমে

তাজমহলকে করিলেন নির্মান

ভাইয়া ও যেন ভাবীর প্রেমে

গড়ে তোলেন সব পরিবারের রাজ (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

যৌতুক লইলা কিউল্লাই

অ-বু পোয়াল্লাই তো বউ আনিলা, যৌতুক লইলা কিউল্লাই

আল্লাই জানে এই বউ তোয়ারে কন জ্বালা জ্বালাই (ঐ)

খুশি নইয়ু দুদিন পরে ঠার পাইবে কেন কেন গরে

চালচলনে কাজ কারবারে দেখিবায়ে কি ঘটায় (ঐ)

কথায় কথায় খোড়া দিবু কনকিয়ারে ন ডরাইবু

মুখে মুখে জওয়াব দিবু, চলিবু নিজের ইচ্ছায় (ঐ)

কেউরে গইল্যে জানাজানি, কইবু এত্তে গলা টানি

জামাই লইয়ি টিয়া দি কিনি, শাসন গইতু কন বেডাই (ঐ)

আঁরার কথা মাইন্যু, পোয়ারে কেচি বউ নুআইন্যু

এই বউয়ে গইত্যান গন্য, পোয়ার মননান ছোড তাই (ঐ)।



যৌতুক বিরোধী বিবাহ সংগীত

বিয়ে করা আল্লাহর আদেশ

নবীর সুন্নাত ভাই

জেনে রেখ তহি, মুসলিম গণ সবাই (ঐ)

সুন্নাত কাজে চাওয়া পাওয়ার নেই কোন উপায়

জেনে রাখ তাই, যৌতুক জায়েজ নাই (ঐ)

প্রিয় নবীর বাণী দামি, নাকি যৌতুক ভাই

একটু ভেবে তাই, মন্তব্য কর চাই (ঐ)

যৌতুকের চেয়ে সম্মান নয়কি দামী ভাই

আপনাদের দিলাম তাই বিচার করে দেবেন-রায়(ঐ)

কনের সাথে যৌতুক চাও, লজ্জা নাই কি ভাই

প্রিয় নবীর গায়, কি জবাব দেবে তাই (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

বরের বাড়ী

তোরা দেখ, দেখ, দেখ দেখরে চাহিয়া

ভাইয়া মোদের বসে আছে দুলহা সাজিয়া। (ঐ)

দুই হাতে নকশা করা মেহেদী লাগাইয়া

মিটিমিটি হাসছে মুখে কুমাল লাগাইয়া। (ঐ)

পড়ছে গায়ে শেরোয়ানী, পায়ে নাকড়া

বরযাত্রা করবে মাথায় তাজ পরিয়া। (ঐ)

বসবে খেতে ভাইয়া মোদের আকদ পরিয়া

খাবার টেবিল ফুল দিয়ে দেবে সাজাইয়া। (ঐ)

ভাইয়াকে দেবে কনে হাতে তুলিয়া

একে অপরকে দেবে আংটি পরাইয়া। (ঐ)

পাশাপাশি বসে দু'জন করে চড়িয়া

আসবে চলে বর কনে সাড়া জাগাইয়া। (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

বিবাহ সংগীত (আঞ্চলিক)(বরের বাড়ী)

কালিয়ে বন্দা বিয়ে গরিবু

পাড়া পড়শি বৈরাত খাইতু যাইবু ।

হলইদ মাখি গোসল বন্দা গরিবু

পরে আছকন জামা বন্দা পরিবু

আর বন্দার খুশি খুশি লাগিবু । (ঐ)

একখান সুন্দর মিল্কে কার আনিবু

গোলাপ গাঁদাদি কার ইয়েন সাজাইবু

কারত চড়ি বরযাত্রা গরিবু । (ঐ)

কতজনে খাপ্পই খাপ্পই চাইবু

শরমে বন্দা মুখত রুমাল ধরিবু

আলা -আলি আঁক বাড়াই লইবু । (ঐ)

স্টেজুত বন্দারে বোয়াইবু

মাওলানা সাব আকদ পড়াইবু

আকদর পরে খোরমা বিলি গরিবু । (ঐ)

আকদর পরে খানা খাইতু বোয়াইবু

সামনে কুরের মুসরমান আনিবু

মুসরমান টানি টানি ছিড়িবু । (ঐ)

অনেকে বন্দারে ক্যামরা বন্দী গরিবু

ঘোরাই ঘোরাই ভিডিও গরিবু

তখন বন্দা সুন্দর সুন্দর পোঁচ দিবু । (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

যৌতুক বিহীন বিয়ে

বড় ভাইয়া করবে বিয়া নিজের টাকা দাও

পরের টাকা নিয়ে কেন বিয়ে করতে চাও ।

বিয়ে করা নবীর সুনাত,শোন সবাই নবীর উম্মত

পরের টাকায় সুনাত পালন দেখিনি কোথাও । (ঐ)

আপনি যেমন খোদার সৃষ্টি, মেয়েটি ও তাহার সৃষ্টি

মান সম্মানে বর কনের তফাৎ কিছু নাই ।(ঐ)

মোহরানার টাকা না দাও, যৌতুক কেন নগদে ভাই চাও

মোহরানা কনের দাবী আজকে জেনে নাও । (ঐ)

পরের টাকায় বিয়ে না করে, চির কুমার থাকা ভাল ভাই

পরের টাকার দিকে কেন চোখ পাকাইয়্যা চাও । (ঐ) ।

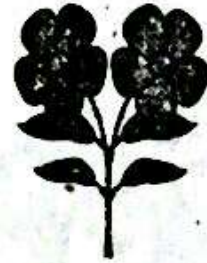
সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

বরের বাড়ী

সবাই প্রাক প্রস্তুতি নিন
 কাল আমার বড় ভাইয়ার শুভদিন। (ঐ)
 একলা জীবন সাঙ্গ করে যুগলে পদার্পন করবেন
 তাই আনন্দে আজ মাতোয়ারা বড় ভাইয়ার মন। (ঐ)
 ঝিকিমিকি আলোর ঝিলিক হরেক রকম খানার হিড়িক
 আমন্ত্রণ করছে মোদের কালকের আয়োজন। (ঐ)
 আবাল, বৃদ্ধ, যুবক, তরুণ সকলেরই মুখের গুণন
 আনন্দে আজ পরিপূর্ণ বড় ভাইয়ার প্রাণ। (ঐ)
 বড় ভাইয়া ভাবী পাইয়া আমাদের ছাড়িয়া
 দূরে যাবেন না কভু রইল আবেদন। (ঐ)
 ছৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

পোয়ার বাপে টিয়া চাই (আঞ্চলিক)

মাইয়ে বিয়ে দিতে অভাই
 পোয়ার বাপে টিয়া চায়/যৌতুক চায়
 যৌতুক ছাড়া বিয়ে নো অয় কন জমনাত আইলাম আয়। (ঐ)
 আরা বছর মাইয়ে পালি যখন বিয়ে দে
 মাইয়ের সাথে যৌতুক চাইলে মনত ন মানে
 মাইয়ে দিবু যৌতুক অ দিবু
 মাইনম্বর আইবু কি উপায়। (ঐ)
 টিয়া পয়সে, চাকরী বাকরি, বেড বিছানা নাই
 পরের টিয়াদি বিয়ে গইতে তবু কুনকুনাই,
 পরের টিয়া এত খা পোয়াত
 চিন্তেগরি কুল ন পাই। (ঐ)
 মোটা অংকর যৌতুক পাইল শোকর ছবর নাই
 ইয়েন চাইবু অয়েন চাইবু আরা বছর ভাই
 দিত ন পাইলি গালিগালাজ শুরু গরে আর বিয়াই। (ঐ)
 কদিন আগে দেইলাম অভাই আজাদীর পাতায়
 নোয়া বউরে মাইয়ি এসিড যৌতুকুর লাই
 আল্লাহ পাকে ইয়িন কি দেখার, মুসলিম সমাজত অভাই। (ঐ)



বিবাহ সঙ্গীত (কনের বাড়ি)

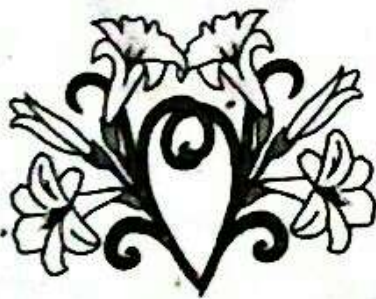
ও মোদের আপামনি ও প্রাণের আপামনি
 তুমি ছিলে মোদের আপন
 তোমার জন্য কাঁদবে মোদের মন। আপারে.....
 আজকে তোমার একা জীবন, কালকে হবে যুগল জীবন
 জীবন সাথী করবে বরণ, তোমার জন্য
 সম্ভব হলে আপা চিরজীবন রাখতাম
 পরিবারের বন্ধনেতে মিলেমিশে থাকতাম
 কিন্তু বিয়ে আল্লাহর আইন
 এই বিধান করতে হবে পালন। (ঐ)
 ক্খিমা লাগলে আপা তোমার কাছে যেতাম
 জামা কাপড় ময়লা হলে তোমায় দিয়ে আসতাম
 পেতাম তোমার কাছে সমাধান। (ঐ)
 দুলাভাই পেয়ে মোদের ভূলে যেও না
 শস্তর বাড়ি গেলে মোদের করিও মায়া
 করিওনা মোদের পেরেশান। (ঐ)

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

বিবাহ সংগীত (কনের বাড়ি)

কালকে আপামনির বিয়া
 দুলাভাই আসবে সাজিয়া।
 ঘি দিয়ে রান্না করবে বিরানী
 কোর্মা পোলাও আর মধ্যে তার ছানী
 খাবে সবাই টেবিলে বসিয়া (ঐ)
 আপা সাজবে রঙ্গিন শাড়ি পড়িয়া
 মাথায় টিক্‌লি হাতে মেহেদী লাগাইয়া
 খুশি হবে নতুন দুলা পাইয়া (ঐ)
 পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া
 আপা যাবে আমাদেরকে কাঁদাইয়া
 দুলাভাইয়ের হাতে দেব তুলিয়া (ঐ)।

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম



জাগরণ প্রকাশনীর নিম্নলিখিত প্রকাশনা গুলো সংগ্রহ করা
পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন।

- ১। সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব - মোছায়েব উদ্দিন বখতিয়ার
- ২। ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ৩। নবীর পথে জীবন গড়ি - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ৪। প্রাণস্পন্দন (জনপ্রিয় হাফস, নাট ও ইসলামী গানের সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ৫। অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয় - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ৬। সুন্নীয়াতের পথে - - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ৭। কম্বীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ৮। মদিনার স্পৃহা (নাট সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ৯। মদিনার ওজন (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১০। সোনার খনি - (ইসলামী গজল সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১১। ছোটদের তৈয়্যাব শাহ (রাঃ) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১২। সুন্নীদের বন্ধু কারা? - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১৩। মদিনার কলতান (জনপ্রিয় ইসলামী গান ও নাট সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১৪। লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদর (সংকলিত) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১৫। মুনাযাতের দলিল (অনুদিত) - ইমাম শেরেবাংলা (রহঃ)
- ১৬। উদ্দীপন - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১৭। ইসলামী গজল সত্তার - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ১৮। যিক্রে মোস্তফা (সাত্তাছাহ আলাইহি ওয়াসাত্তাম) বাংলা উচ্চারণে জনপ্রিয় উর্দুনাত সংকলন
- ১৯। হেরার জ্যোতি (জনপ্রিয় ইসলামী নাট সংকলন) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশিতব্য

- ২০। ছোটদের ইমাম শেরেবাংলা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ২১। ছোটদের আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ২২। ছোটদের ইমাম হাশেমী (মা.জি.আ.) - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম
- ২৩। কম্বীদের দৈনন্দিন কার্যক্রম - সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশনায় : জাগরণ প্রকাশনী

১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৯৮৬৩৫৭৬

www.Facebook.com/Y.BICS

Www.Facebook.com/Hafezyusuf90

Www.Twitter.com/Aayqadri

Www.Instagram.com/Aayqadri

Www.Yqadri.tumblr.com

Www.Yqadri.blogspot.com

Www.Yqadri.WordPress.com